

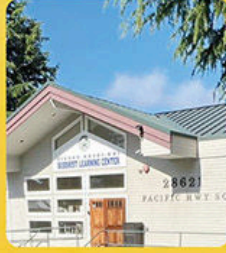
Living the Lotus

5

2024

VOL. 224

Buddhism in Everyday Life



Rishso Kosei-kai
of Seattle



Living the Lotus
Vol. 224 (May 2023)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Ayshea Wild

Living the Lotus is published monthly
By Rishso Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিসসো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিসসো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাতে রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।



নম্র ব্যক্তির হৃদয় স্বাধীন

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

গরুর জোয়াল ছাড়ানো

প্রতি বছর, এই সময়টাতে শস্যক্ষেত্র কর্ষণ, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি ধান চাষের প্রস্তুতিতে সাহায্য করার সেই পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণী কিংবা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ষে পড়তাম, তখন একটি ষাঁড়ের নাকের রশি টেনে ধানক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়ার স্মৃতি আমার মনে আছে। এই বড় গরুটি যখন রক্ষ শব্দ করে শ্বাস ফেলতো তখন আমি কিছুটা ভয় পেয়ে যেতাম। সেই গরুটিও ছিল একই ছাদের নিচে থাকা আমাদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। নিগাতা প্রদেশের সুগানুমায় প্রতিষ্ঠাতার জন্মস্থান আমি যখন প্রথমবার পরিদর্শন করি, সদর দরজা খুলে আবছা আলোকিত ঘরে পা রাখতেই আস্তাবল থেকে ভেসে আসা গন্ধ এখনো আমার স্মৃতিতে প্রাণবন্ত হয়ে আছে।

এভাবে গরু এবং ঘোড়ার সাথে মিলেমিশে জীবনযাপন করে আসা আমার কাছে, শাক্যমুনি বুদ্ধের বাণীগুলির সংক্ষিপ্তসার বলে খ্যাত সুত্তনিপাতে বর্ণিত "নম্রতা হলো বলদের কাঁদ থেকে জোয়াল ছাড়িয়ে নেয়া" এই অনুচ্ছেদটি পরিবারে পালিত গরু এবং ঘোড়ার সাথে আমাদের সম্পর্কের একটি দুর্দান্ত অনুস্মারক, এবং সেখান থেকে সৃষ্ট করুণাপূর্ণ হৃদয় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ও চিন্তাকর্ষক ছিল। চাষাবাদের সময় বলদের সাথে যুক্ত জোয়াল বন্ধনীটি যখন ধানক্ষেতের হাল চাষের পর গরুর কাঁদ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয়, তখন গরুর প্রতি যে "আজকেও অনেক পরিশ্রম করেছো, ধন্যবাদ" অবশ্যই এমন কৃতজ্ঞতা ও মমত্ববোধের অনুভূতি সৃষ্টি হয় এতে কোনো ভুল নেই। এটাই "শান্ত এবং কোমল আচরণ" অর্থে "নম্রতা" শব্দের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে, পরিবারের সদস্যের মতো করে গরুকে কৃষক যেমন যত্ন করে, তেমনই প্রত্যেকেরই "সদয় ও শান্ত হওয়া উচিত" বুদ্ধের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা এই অনুচ্ছেদে অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে মনে করি।



আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে "জোয়াল ছেড়ে দেওয়া" এই বিষয়টি আমরা মানুষদের, নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা বিষয়গুলো ছেড়ে বেঁচে থাকার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রতীকীভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে মনে করি।

চিন্তাভাবনা এবং বিষয়াসক্তি ইত্যাদি, মানসিক ফাঁদ অনেক বেশি থাকা আমরা মানুষেরা, প্রাণী এবং উদ্ভিদের মতো কোনও কিছু দ্বারা আবদ্ধ নয় এমন মুক্ত-স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারি না। এই বন্দিত্বের কারণে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, তবে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের মতো শান্ত-সমাহিত অবস্থায় পৌঁছাতে না পারলেও, মনের বন্দিদশা থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে উদ্বেগহীন, নির্বিঘ্ন ও শান্তভাবে দিনাতিপাত করার চেষ্টা করা সবারই উচিত নয় কি?

এদো যুগের জেন সন্ন্যাসী শিদো বুনান বলেছিলেন, "কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা না করাই, বৌদ্ধ অনুশীলন" এবং "আপনি কোনো কিছু নিয়ে ভাবছেন না, সবকিছু এমন মনোভাব নিয়ে করা উত্তম"। এভাবে তিনি দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু প্রতি আচ্ছন্ন না হওয়ার চেষ্টা করতেন। এই সম্পর্কে একটা গল্প আছে।

এক গ্রামে একজন ধনী বৃদ্ধ লোক ছিলেন, তিনি জেন মাস্টারকে এতোটাই শ্রদ্ধা করতেন যে, সে গ্রামের আশ্রমে তাঁকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একদিন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তার মেয়ে গর্ভবতী। কে তার সাথে এমন আচরণ করেছে জানতে চাইলে, মেয়ে 'পুরোহিত' বলে মিথ্যা উত্তর দিয়েছিল। বৃদ্ধ লোকটি এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ জেন মাস্টারের কাছে ছুটে গেলেন, তাকে গালিগালাজ করে, অপমান করে গ্রাম থেকে বের করে দিলেন। যাইহোক, বেশ কিছুদিন পর মেয়েটি, "আমি দোষী হওয়ার ভয় পেয়েছিলাম, তাই ভেবেছিলাম জনগণ যাকে সম্মান করে, সেই পুরোহিতের কথা বলাই ভাল হবে" এভাবে সত্যটি স্বীকার করেছিল।

বৃদ্ধ লোকটি তাড়াতাড়ি জেন মাস্টারের সাথে দেখা করে, অশ্রুসজল হয়ে ক্ষমা চাইলেন। তখন, জেন মাস্টার "মুদু হাসলেন, এবং সামান্যতমও কাউকে দোষারোপ করলেন না" বলে উল্লেখিত আছে। যারা সবার প্রতি সদয়, করুণাময়, নম্র এবং খোলা মনের অধিকারী নিঃসন্দেহে তেমনই একজন মানুষ ছিলেন জেন ধর্মগুরু শিদো বুনান মহোদয়।

যাহোক, "শিদো বুনান" হলো জেন শব্দগুলির মধ্যে একটি যার অর্থ "সত্যের পথে কোনো কিছুই কঠিন নয়।" উপায় মাত্র একটি, তা হলো এটি পছন্দ, ওটি অপছন্দ এভাবে এটা সেটা নিজের চিন্তায় আবদ্ধ না হলে ঠিক আছে, এবং এটাই বুদ্ধের নির্দেশিত পথ।

প্রতিষ্ঠাতা নম্রতা সম্পর্কে বলেছিলেন, "প্রথমে, কেবল আকৃতিগতভাবে হাসেন কিনা তা বিবেচ্য নয়, তবে আপনি যদি নম্র হওয়ার চেষ্টা করেন তবে স্বাভাবিকভাবেই এটি আপনার চেতনায় মিশে যাবে," তাই আসুন বুদ্ধের মতো নম্র এবং মুক্ত স্বাধীন হতে চাওয়ার পাশাপাশি বিষয়বস্তুকে যতটা সম্ভব হাসিমুখে গ্রহণ করি।

"কোসেই" মে, ২০২৪।



Interview

মে এবং জুলাইয়ের ইস্যুতে, আমরা ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রিসসো কোসেই-কাই গাকুরিন থেকে স্নাতক হওয়া দুইজনের সাক্ষাৎকার তুলে ধরব।

গাকুরিন "ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম" এবং "আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সহযোগিতা" এর জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম এবং লোটাস সূত্রের উপর ভিত্তি করে সর্বাঙ্গিক শিক্ষার মাধ্যমে, আমরা ব্যবহারিক বৌদ্ধ প্রশিক্ষকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সহযোগিতা এবং শান্তি বিনির্মাণে নিযুক্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলি।



গাকুরিন ইংরেজি ওয়েবসাইট

দেশ বা জাতি, ধর্মীয় বিভেদ কাটিয়ে এমন একটি বিশ্ব তৈরি করুন
যেখানে সবাই শান্তিতে থাকতে পারে

মুক্তা বড়ুয়া

রিসসো কোসেই-কাই বাংলাদেশ

গাকুরিন এর দুই বছরের দিকে ফিরে তাকালে, কোন বিষয়টি সবচেয়ে স্মরণীয় ছিল?

ছাত্রাবাসে একসঙ্গে থাকার প্রথম অভিজ্ঞতা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মধুর স্মৃতি বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে প্রথম দিকে ভাষা ও সংস্কৃতিগত বাধা ছিল, যেজন্য আমার অনুভূতি অন্যদের জানানো আমার পক্ষে কঠিন ছিল এবং এক পর্যায়ে আমি আমার এক সহপাঠীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলাম, আমি তার সাথে যতই কথা বলিনা কেন প্রথমে সে আমার শুভেচ্ছার জবাবও দেয়নি বা আমার কথা শুনতো না। কেন সে সবসময় এমন আচরণ করে? যখন আমি আমার সহপাঠীর সাথে আমার সম্পর্কের বিষয়ে গাকুরিন এর ততকালীন উপ-পরিচালক মিসেস ওতোমোর সাথে পরামর্শ করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "অন্য ব্যক্তিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা নয়, নিজেকে পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ।"

এর পরে আমি ভাবলাম আমি কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করব? নিজেকে জিজ্ঞেস করার সময়, অন্য ব্যক্তি যা-ই বলুক বা করুক না কেন, আমি মনোযোগ সহকারে তার কথা শোনার চেষ্টা অব্যাহত রাখি এবং তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কথা শুনি। তারপর অল্প অল্প করে অন্য ব্যক্তির প্রতি আমার অভিব্যক্তি এবং মনোভাব শান্ত হয়ে ওঠে এবং সম্পর্কটি এমন একটি সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় যেখানে আমরা একে অপরকে বলতে পারি যে আমরা আসলে কি ভাবছি। এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমি শিখেছি যে, নিজেকে পরিবর্তন করতে পারলে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সম্পর্কগুলিও পরিবর্তন হয়ে আসবে।



সাক্ষাৎকারের উত্তর দিচ্ছেন মুক্তা

আমি বিশ্বাস করি আপনি গাকুরিনে বৌদ্ধধর্ম এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র অধ্যয়ন করেছেন, সেখানে কোন শিক্ষাটি আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের একটি অংশে লেখা আছে, "দেবদত্ত হলেন ভালো বন্ধু", বিষয়টি আমার মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করেছে। দেবদত্ত, যিনি বুদ্ধকে বহুবার হত্যার চেষ্টা করেছিলেন তার প্রতি বুদ্ধের বিরক্তি প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বুদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, দেবদত্ত এর মতো ভালো বন্ধু থাকায় আমার বুদ্ধত্বলাভ সহজ হয়েছে। সেইজন্য আমরা এইটা বিশ্বাস করি যে, বুদ্ধ যেভাবে দেবদত্তকে ভালো বন্ধু মনে করেছিলেন, আমরাও যদি সেইভাবে পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠ ভাবে ধর্মচর্চা করতে পারি তাহলে, বৈষম্য এবং কুসংস্কারের পরিবর্তে যে কোনো ব্যক্তি বা যে কোনো ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারবো। একইসাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পরিবর্তিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গ্র্যাজুয়েশন রিসার্চ প্রেজেন্টেশনে আপনি "একযানের আদর্শ নিয়ে- স্থানীয় নাগরিক ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের



গাকুরিন সহকর্মীদের সাথে একজন বিশেষ প্রভাষককে স্বাগত জানাচ্ছেন (গাকুরিন অডিটোরিয়াম, ডানদিকে সামনের সারিতে মুক্তা)

মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান" প্রতিপাদ্যের উপর একটি প্রজেন্টেশন দিয়েছেন। দয়া করে আমাদের বলুন কেন আপনি এই থিমটি বেছে নিয়েছেন।

আমার জন্ম ও বেড়ে উঠা বাংলাদেশের কক্সবাজারের এক বৌদ্ধ পরিবারে। আমার বয়স যখন ১৯ বছর তখন থেকেই পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে সংখ্যালঘু মুসলিম শরণার্থী নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হতো এবং আমার পরিবার ও আমার চারপাশের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের গ্রহণ করার সমালোচনা করা হতো। তখন আমি ভেবেছিলাম মিয়ানমার একটি বৌদ্ধ দেশ তাই ভুল কিছু করার উপায় ছিল না এবং সমস্যাটি ছিলো রোহিঙ্গাদের নিয়ে এবং একই সময়ে আমার চারপাশের লোকদের সমালোচনামূলক মনোভাবের দরুন আমি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার একচেটিয়া মনোভাবে উপনীত হয়েছি। যাই হোক, যখন আমি গাকুরিনে প্রবেশ করি, তখন আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করি। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ অধ্যয়ন করার সময়, আমি ভাবছিলাম যে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমালোচনা করা কি সত্যিকার বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে? তাই আমি এই থিমটি বেছে নিয়েছি কারণ রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং কক্সবাজারের নাগরিকদের সম্প্রীতির সাথে বসবাসের উপর একটি উপায় অন্বেষণ করতে চেয়েছিলাম।

আপনি যখন জাপান থেকে ফিরবেন তখন কীভাবে এই থিমটি বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করছেন?

২০১৭ সালের গ্রীষ্মে মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার ৬ বছরের ও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। মিয়ানমার যেখানে ৯০% বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা সেখানে মারাত্মক সহিংসতা ও নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯ লাখ ৭০ হাজার শরণার্থী রয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় ৯ লাখ ৩০ হাজার শরণার্থী কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে বাস করছে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি নারী ও শিশু। বর্তমানে জাতিসংঘের সংস্থা এর এনজিওগুলি (বেসরকারি সংস্থা) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমানে জাপানি ভাষা বলতে পারি, তাই আমি জাপানভিত্তিক কোনো এনজিওতে যোগদান করতে চাই এবং শরণার্থী শিবিরগুলিতে সহায়তা কার্যক্রমে জড়িত হতে চাই। কারণ আমি প্রথমে যা করতে পারি তা থেকে পদক্ষেপ নিতে চাই। শরণার্থী শিবিরের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার করার জন্য



ডরমেটরিতে গাকুরিনের বন্ধুদের সাথে (মুক্তা সামনের সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়)

স্বচ্ছসেবক হিসাবে রিস্‌সো কোসেই-কাই বাংলাদেশ কেওকাইয়ের কক্সবাজার শাখার যুবকদের সাথে কাজ করার পরিকল্পনা করছি এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে স্থানীয় জনগণের সম্পর্ক গভীর করার লক্ষ্যে এবং একই সাথে ধর্মীয় বাধা দূর করার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ও ইসলামের মধ্যে সংলাপ ও বিনিময়ের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার কথা ভাবছি। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত মানুষ বুদ্ধের মতোই মূল্যবান, এবং তারা একে অপরকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং সমর্থন করার একযানের আদর্শে অণুপ্রাণিত। সে লক্ষ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং কক্সবাজারের জনগণের একে অপরকে বোঝা এবং একে অপরের প্রতি হৃদয় উদার করা অব্যাহত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম অর্জনের জন্য আমাদের এক সাথে কাজ করা দরকার। এবং আমরা জাতীয়তা, জাতিগত ও ধর্মের পার্থক্য কাটিয়ে উঠতে চাই এবং এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলতে চাই যেখানে সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সবশেষে, ভবিষ্যতের জন্য আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের বলুন।

অতীতে আমার গাকুরিন স্নাতক শেষ হওয়ার পরে সদর দফতরের কর্মচারী হওয়ার বা আরও পড়াশোনা করার খুব বেশি ইচ্ছে ছিলো না। যাহোক, যখন আমি মিশনারি প্রশিক্ষণের জন্য রিস্‌সো কোসেই-কাই ফুকুই কেওকাই গিয়েছিলাম, যখন সেখানকার সদস্যদের মিশনারি কার্যক্রম এবং প্রতিদিনের কর্মকাল প্রত্যক্ষ করেছি তখন আমি ধীরে ধীরে ভাবতে শুরু করেছি যে প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি কি করতে পারি, বাংলাদেশে ফিরে আসার পরে বিদেশে অধ্যয়নের বিভিন্ন বিকল্প রয়েছে যেমন আমি গাকুরিনে যা শিখেছি তা আমার দৈনন্দিন কাজ এবং কেওকাই ক্রিয়াকলাপ গুলিতে প্রয়োগ করা বা সংস্কৃতি এবং ধর্ম সম্পর্কে আরও বেশি জানার জন্য বিদেশে পড়াশোনা করা। যাইহোক, যখন আমি এটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করি আমি এখন যা সবচেয়ে বেশি চাই তা হল জাপানি দক্ষতা পরীক্ষার প্রথম স্তর অর্জন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা এবং পাশ করা। আমি জানি এটি সত্যিই কঠিন এবং কঠিন যাত্রা হতে চলেছে, কিন্তু আমি কখনো হাল ছেড়ে দিব না। দেশে ফিরে যাবার পর আমি আমার জাপানি দক্ষতা উন্নত করার জন্য কঠোর অধ্যয়ন করতে চাই এবং যদি সম্ভব হয় আমি শিক্ষাগুলি সম্পর্কে আরও গভীর ভাবে জানতে রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই এবং ভবিষ্যতে আমি ধর্মপ্রচার এবং আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সহযোগিতার জন্য কাজ করতে চাই-এটাই আমার স্বপ্ন।



মিশনারি প্রশিক্ষণের সময় ফুকুই ব্রাঞ্চের সদস্যদের সাথে

কাটুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সদস্যপদ গ্রহণ করলে

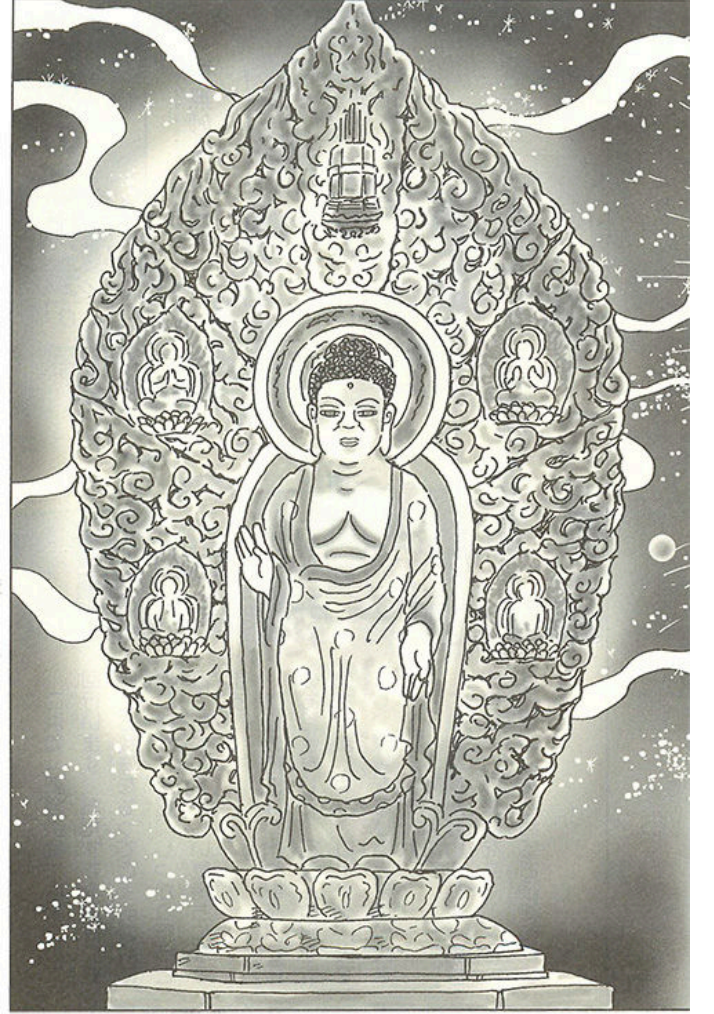
রিস্‌সো কোসেই-কাই এর মূল বিগ্রহ

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর প্রধান মূর্তি হল “কল্পযুগের বিরাজমান স্বাশত শাক্যমুনি বুদ্ধ”। কল্পযুগের স্বাশত বুদ্ধ অনন্তকাল থেকেই এই পৃথিবীতে বিরাজমান, এবং সকল সত্ত্বগণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপায়ে ধর্মপ্রচার করছেন, এটি সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে। এই অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে, প্রতিষ্ঠাতা কল্পযুগের স্বাশত বিরাজমান বুদ্ধের প্রতিবিম্ব অলঙ্কিত করেছেন।

তদুপরি, রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ের প্রধান মূর্তির

দাঁড়ানো আকৃতি সমস্ত সত্ত্বগণকে উদ্ধার করার সক্রিয় প্রতিমূর্তি রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

মূর্তির অভ্যন্তরে, প্রতিষ্ঠাতার সমস্ত প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে তৈরী করা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের অনুলিপি সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে।



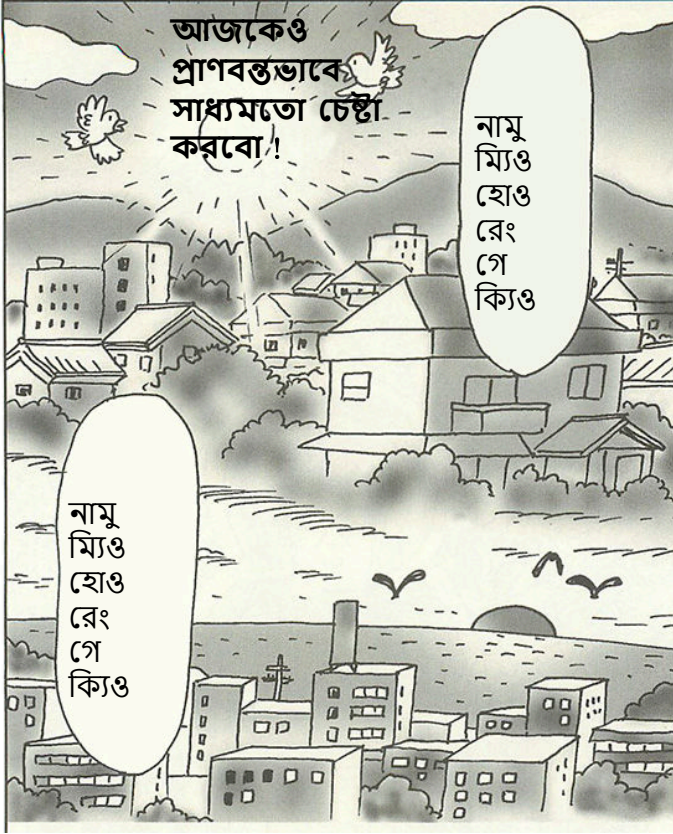
পাদটিকা

বুদ্ধ মূর্তির পেছনে সজ্জিত অলঙ্করণে প্রভূতরত্ন তথাগত ও চারজন মহান বোধিসত্ত্বের মূর্তি রয়েছে। মাঝখানে উপরে প্রভূতরত্ন তথাগত, বুদ্ধের দিকে তাকালে ডানপাশে উপরে রয়েছে বিশিষ্টচারিত বোধিসত্ত্ব, ডানপাশে নিচে অনন্তচারিত বোধিসত্ত্ব, বামপাশে উপরে বিশুদ্ধচারিত বোধিসত্ত্ব, বামপাশে নিচে সুপ্রতিষ্ঠিতচারিত বোধিসত্ত্ব।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতীত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।



সকাল-সন্ধ্যা বন্দনা



বন্দনা (সূত্রপাঠ) সকালে এবং সন্ধ্যায় দুবার করা হয়। ওতাসুকি পড়ে, সূত্রবই ও জপমালা নিয়ে বুদ্ধের আসনের সামনে বসবো। প্রতিদিন, সঠিকভাবে করলে, খুব সতেজ অনুভূতি অনুভব হয়।

আসুন, সূত্রপাঠের পূর্বে জল, চা এবং ভাত উৎসর্গ করি, এবং ফুলদানির জল পরিবর্তন করি। মোমবাতি ও ধূপকাঠি জ্বালাতে আগুন ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন।

এখন আপনি প্রস্তুত। আসুন সকালে, একটি সুন্দর দিন লাভের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, এবং সন্ধ্যায় কৃতজ্ঞচিত্তে সূত্র পাঠ করি।





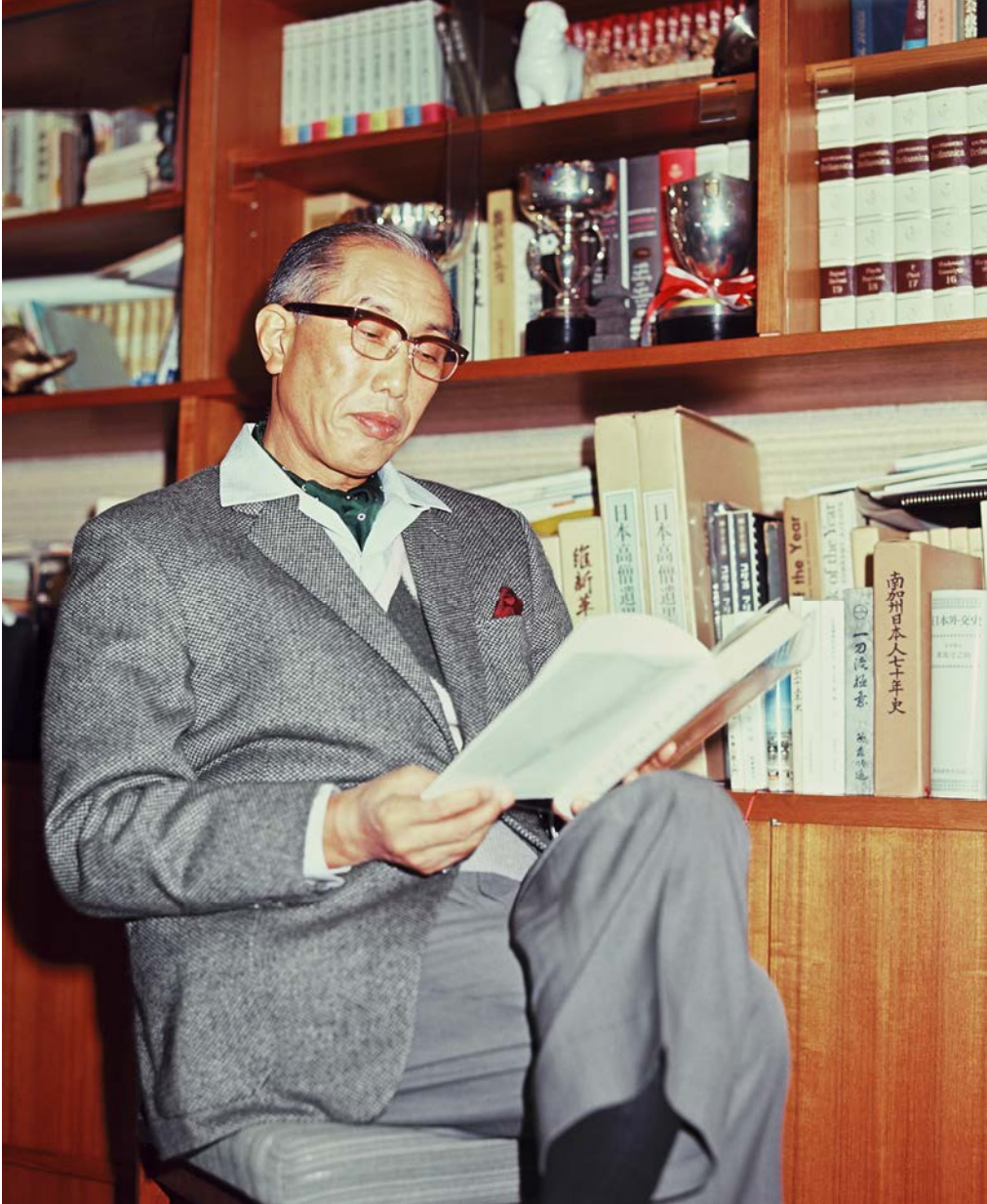
বোধির বীজকে জাগরিত করা

প্রথম অধ্যায়
আমার "অগ্রযাত্রা"

দায়িত্ববান ব্যক্তি

মানুষকে বুদ্ধের পথ দেখানো বোধিসত্ত্ব জীবন

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।



মূলত, মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করলে, যেই পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, যে চাকরিই করি না কেন, সকলেরই কোনো না কোনো গুরু "দায়িত্ব" আছে বলে মনে করি। না, শুধুমাত্র মানুষ নয়। সকল প্রাণী সত্ত্বা, তদুপরি বায়ু, জল এবং মাটির মতো জড় বস্তুর মধ্যেও এই দায়িত্ব রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, অনেকে মনে করেন যে কেঁচো শুধুমাত্র মাছ ধরার জন্য টোপ হিসাবে দরকারী, এটি কিন্তু সত্য নয়। কেঁচো ক্রমাগত গর্তের সামনের মাটি গিলে ফেলে এবং পিছন দিকে তা বের করে দেয়। এই গর্তগুলি বায়ুচলাচলের ক্ষেত্রেও সাহায্য করে এবং কেঁচো দ্বারা খাওয়া মাটি সারে পরিণত হয় যা গাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কেঁচোর থেকেও ছোট মাটিতে থাকা অণুজীবগুলোও মূলত একটা বড় ভূমিকা পালন করে।

এক চা চামচ মাটিতে লক্ষ লক্ষ অণুজীব রয়েছে এবং এই অণুজীবগুলি পতিত পাতা এবং মৃত গাছপালা এবং প্রাণীগুলিকে পচিয়ে মাটিতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে। যদি এটি কাজ না করে, তাহলে পৃথিবী মৃত প্রাণী এবং গাছপালা দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং আমাদের বসবাসের জন্য কোন জায়গা থাকবে না।

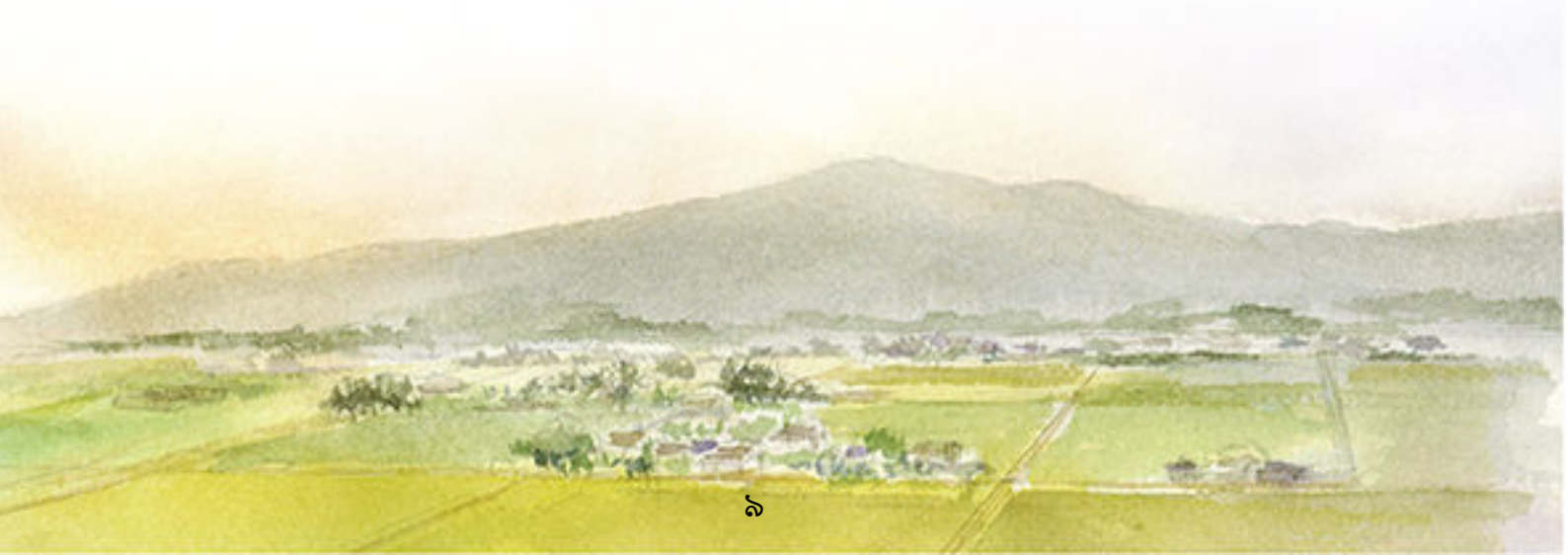
এমনকি খালি চোখে অদৃশ্য এমন অণুজীবও অন্যদের জন্য দারুণভাবে কাজ করতে পারে।

যেহেতু আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, তাই আমরা যদি পৃথিবীর জন্য এবং মানুষের কল্যাণে 'ভূমিকা' পালনের চেষ্টা না করি তবে আমরা কীটপতঙ্গের চেয়েও নিকৃষ্টে পরিণত হবো।

মানুষের মধ্যে, অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা উত্তম কিছু বিষয় রয়েছে। এটি হলো মানুষ সচেতনভাবে অন্যদের কল্যাণে কাজ করতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর নিজের জন্য যে কাজ করে তা স্বাভাবিকভাবেই অন্যের উপকারে পরিণত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র মানুষই সচেতনভাবে অন্যের উপকারে কাজ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ স্বেচ্ছাসেবকমূলক কর্মকাল্ড এর মধ্যে একটি। এবং এটিকে সবচেয়ে মূল্যবান কাজ বলা হয়। মানুষকে বৌদ্ধ ধর্মের পথ দেখানো বোধিসত্ত্ব জীবনানুশীলন যে তৎমধ্যে অন্যতম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটাই বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভাবের "একমাত্র উদ্দেশ্য" এর সাথে সম্পৃক্ত, যা আমি শুরুতেই বলেছিলাম।

নিষ্কিণ্ড নিওয়ানো ধর্মোপদেশ সংগ্রহঃ 『বোধির বীজকে জাগরিত করা』 পৃ.৫০-৫১

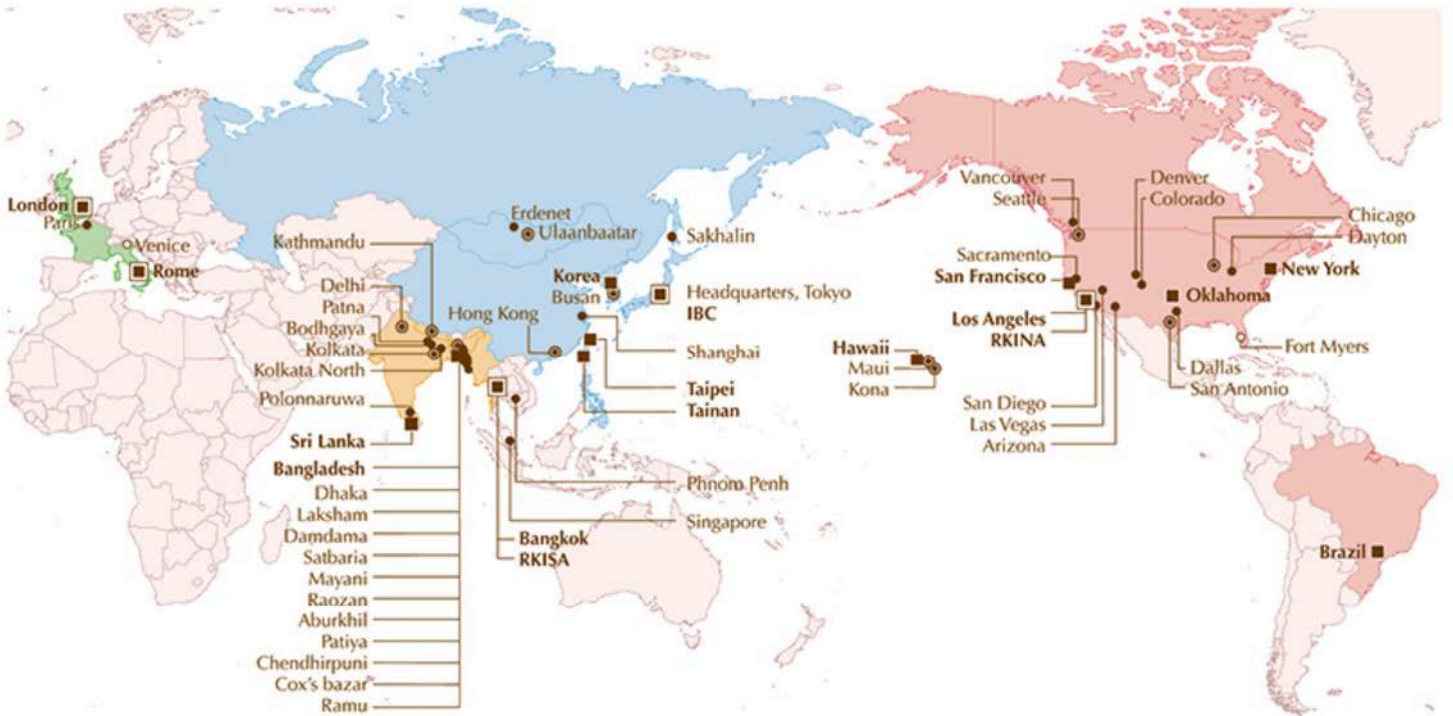


Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about local Dharma centers

facebook

twitter



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp